ইউনিট ৬
শিক্ষার্থীর সামাজিক
দক্ষতার বিকাশ

ইউনিট ৬ শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতার বিকাশ
[Development of Social Skills]

শিক্ষার্থীদের যেহেতু বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সাথে অন্যান্য গুণাবলীও অর্জন করতে হয়, সেহেতু সামাজিক দক্ষতার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই সহপাঠীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরির নৈপূণ্য লাভের প্রয়োজন হয়। তবে এই নৈপূণ্য লাভের সূচনা শিশুকালেই হয়ে থাকে। শিশুর আশেপাশের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল আচরণ আস্তে আস্তে তাকে বিভিন্ন কাজ করতে শেখায়। সহপাঠীরা কখনও শিশুদের জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রাধান্য পায় আবার তারাই তাকে দলীয় আদর্শের সাথে একাত্মতাবোধ করতে শেখায়। এই ইউনিটে শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য সামাজিক নৈপূণ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কি ভূমিকা পালন করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবেন, কিভাবে কৃতিত্বপূর্ণ আচরণ কোন কিছু রপ্ত করতে সাহায্য করে, কৃতিত্ব অর্জন কিভাবে পরিস্থিতি নির্ভর হয়, কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য এবং শিক্ষকের কৃতিত্ব অর্জনের আচরণকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কি করতে হবে তা নিয়ে এই ইউনিটের মোট পাঁচটি পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ - ৬.১ দলের সাথে সম্পৃক্ততা ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরীর নৈপূণ্য
পাঠ - ৬.২ সহপাঠীদের দলে সম্পৃক্ততা
পাঠ - ৬.৩ সহপাঠীদের সমর্থন
পাঠ - ৬.৪ আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্ব অর্জন করার নৈপূণ্য
পাঠ - ৬.৫ কৃতিত্বের নৈপূণ্য ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষণ

পাঠ ৬.১ দলের সাথে সম্পৃক্ততা ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরীর নৈপুণ্য
|Affiliation : Interspersonal Skills|

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সামাজিক নৈপুণ্য তাদের কি কি করতে উদ্বুদ্ধ করে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- দলের সাথে সম্পৃক্ততার নৈপুণ্যের বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- কিভাবে সমাজের প্রতি ও কাজের উপর নির্ভরশীল আচরণ গড়ে ওঠে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

যেসব শিক্ষার্থীদের তুলনামূলকভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার বেশী যোগ্যতা রয়েছে তারা বিশেষ কতগুলো আচরণের ধারা রপ্ত করে থাকে। এই আচরণগুলো অন্যের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে। এই ধরণের সামাজিক নৈপুণ্য তাদের নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করবে,

- তারা প্রশংসা ও সমালোচনার প্রতি প্রতিক্রিয়া করবে;
- সহপাঠীদের (peeress) সাথে একমত পোষণ করবে;
- সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশী নৈপুণ্য দেখাবে।

আমরা এখন বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরীতে নৈপুণ্য সম্পর্কে বলব। কি পরিস্থিতিতে এটার বিকাশ ঘটে এবং শ্রেণীকক্ষের পরিবেশের উপর এর প্রভাব কিভাবে পড়ে তা নিয়েও আলোচনা করবো।

দলের সাথে সম্পৃক্ততার নৈপুণ্যের বিকাশ

Development of Affiliation Skills

Ainsworth এবং অন্যান্যরা (১৯৭৭) তাঁদের গবেষণায় ক্যাথি নামের একজন শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ক্যাথিকে তাঁর শিক্ষকরা খুব সামাজিক (sociable) মনে করেন। তাকে বেশীর ভাগ সময় অন্যদের সাহচর্যের মধ্যে থাকতে দেখা যায়। সে অন্যদের সান্নিধ্যে যায় তাদের সাথে কথা বলতে, সাহায্য চাইতে বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। সে সবসময় হাসিমুখে শিক্ষকদের সাথে কথা বলে, সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায় এবং সৌজন্যের সাথে শিক্ষকের কথা মেনে চলে। যদি কোন কাজের পরিকল্পনা করতে হয়, তাহলে সে একা কাজটি করার চেয়ে অন্যদের সাথে মিলেমিশে করতে বেশি পছন্দ করে। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ক্যাথি তার সহপাঠীদের উপস্থিতি পছন্দ করে এবং বন্ধুত্ব করা ও তা রক্ষার ব্যাপারে কোন অসুবিধা বোধ করেনা। শিক্ষকদের সাথে আন্তঃক্রিয়ার (interaction) সময় তাঁর অনুমোদনের প্রতি ক্যাথির প্রতিক্রিয়া এবং ধনাত্মক আচরণ তাকে শ্রেণীকক্ষে একজন সহযোগীতাপূর্ণ ও গঠনমূলক (contractive) সদস্য করে তোলে। তার অনুমোদন লাভের আকাঙ্খা তাকে শিক্ষকদের অনুমোদনের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। তার প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য ক্যাথি চেষ্টা করে এবং তার আচরণের ব্যাপারে শিক্ষকের গঠনমূলক সমালোচনা তাকে আরও বেশি কাজ করার জন্য উদ্দীপ্ত করে।

তবে শিক্ষকের এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সব শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্যাথির মত এ ধরনের নৈপুণ্য না-ও থাকতে পারে। শিক্ষককে ভবিষ্যতের শ্রেণীগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সামাজিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের দলীয় সংহতির মুখোমুখী হতে হবে। এই গবেষণায় ক্যাথির মত আরও কয়েকটি শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যেমন আর একটি মেয়ে পলা সব সময় একা থাকে এবং কারো সাথে কথা বলেনা। ডনা শিক্ষকদের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে এবং খুব কমই খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। টেড এবং আইক এত বেশি ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে যে সবার সাথে সহযোগীতা করে কাজ করতে পারেনা। অ্যালভিন সবসময় মিষ্টি করে হাসে

কিন্তু ঠিকমত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেনা। এখন আমরা দলের সাথে সম্পৃক্ততার আচরণের (affiliative behaviour) কারণ হিসাবে কিছু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবো।

Attachment to People

লোকজনের প্রতি আসক্তি

যখন ক্যাথি ছোট শিশু ছিল, বাবা-মা তার শারীরিক চাহিদার ব্যাপারে খেয়াল করেছেন, তার প্রতি প্রচুর মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাকে আন্তঃক্রিয়ার (interaction) ব্যাপারে উদ্দীপ্ত করেছেন। ক্যাথি তার বাবা-মার প্রতি দৃশ্যমান অনুরাগ দেখিয়েছে। সে তার দৃষ্টি দিয়ে বাবা-মার গতিবিধি অনুসরণ করতো এবং যখন তাঁরা কোলে নিতেন সে তাঁদের জড়িয়ে ধরতো। তাকে অচেনা কারো কাছে ফেলে গেলে সে মনমরা হয়ে থাকতো। তার বাবা-মার এ ধরনের ভালবাসা ও যত্নের আধিক্য ক্যাথির পরবর্তী জীবনে বাবা-মা ও অন্যান্যদের প্রতি ধনাত্মক প্রতিক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে একটি জোরালো পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে কাজ করেছে। অনেক গবেষকদের মতে ২/৩ বছর বয়সে শিশুদের যত্নকারীর সঙ্গে এধরণের প্রবল অনুরাগ ও ভালবাসা সারাজীবন ধরে তাদের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টিতে ও অন্যদের প্রতি যত্নশীল হবার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। Bowly, ১৯৬৯ এবং অন্যান্যর সামাজিক শিক্ষণের উপর যারা তত্ত্ব দিয়েছেন তাঁরা বাবা-মা ও শিক্ষকদের ফলপ্রসূতার কারণ হিসাবে ছেলেবেলার গভীর স্নেহের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্যাথির তার পরিবারের সাথে এই সুন্দর অভিজ্ঞতা, অন্যদের অনুভূতির প্রতি তার সংবেদনশীলতা এবং তাঁদের অনুরোধের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া বাড়াতে সাহায্য করবে। তবে কিছু শিক্ষার্থীদের এমন ধরণের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে যেখানে দেখা যায় শিশুদের প্রতি খুব কমই উষ্ণতা প্রদর্শন করা হয় এবং কদাচিৎ তাদের উৎসাহ দেয়া হয় ও প্রশংসা করা হয়। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শুধুমাত্র প্রশংসায় খুব বেশী উপকার হবেনা। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান ও সুষ্ঠু শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার জন্য অন্যধরণের বলবর্ধক ব্যবহার করতে হবে।

Social and Task Dependency

সমাজের প্রতি ও কাজের প্রতি নির্ভরশীলতা

ক্যাথি যখন একেবারে শিশু অবস্থায় ছিল, তখন সে তার চাহিদাগুলো মেটাবার জন্য অন্যদের উপর শারীরিকভাবে নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু বড়রা তার যত্ন নিয়েছেন, সেহেতু সে মনোযোগ ও ভালবাসা লাভের উদ্দেশ্যে সামাজিকভাবেও তাঁদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েচে। নার্সারী স্কুলে ভর্তি হবার পর ক্যাথি তার এই সামাজিক নির্ভরশীলতা ও কোন কাজ করার জন্য সাহায্য লাভের আশাটুকু শিক্ষকের কাছে স্থানান্তরিত করেছিল। সে ব্যথা পেলে বা ভয় পেলে শিক্ষকের কাছে স্বস্তি লাভের জন্য যেতো। কঠিন কাজ করা, যেমন জুতোর ফিতা বেঁধে দেবার জন্য শিক্ষকের সাহায্য কামনা করতো। প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর ক্যাথি তার শিক্ষকের চাইতে সহপাঠীদের সাথে বেশী সময় কাটাতে পছন্দ করতো। আবার প্রথম শ্রেণীর শেষের পর্যায়ে এসে সে তার ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষকের মনোযোগ ও অনুমোদন আশা করতো। যে কোন শিক্ষার্থীই সামাজিক আচরণ ব্যবহার করে শিক্ষকদের খুশী করার জন্য এবং কাজের প্রতি নির্ভরশীল আচরণ করে অন্যের সাহায্য লাভের আশায়।

ডনার মত কিছু শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছাকাছি থাকতে এবং বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। সে সারাক্ষণ সাহায্য চায় এবং কি করতে হবে তা না বলা পর্যন্ত কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেনা। সে যথেষ্ট কাজ করেছে এই নিশ্চয়তা দেয়া হলেও সন্তুষ্ট হয়না। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ সমাজের উপর না কাজের উপর নির্ভরশীল তা ঠিকমত বোঝা যায় না। শিক্ষকদের কাছে তারা স্নেহ বা স্নেহের আশ্বাস চায় কিনা; তাদের কাজের উদ্যোগ নেবার বা কাজটি করার নৈপুণ্যের অভাব রয়েছে কিনা তা বোঝা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন শিক্ষকের তাকে ধারণা দিতে হবে যে তিনি তাকে পছন্দ করেন। কাজেই যখনই সে সাহায্য প্রার্থনা করে, শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন এবং যখন সে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে তখন শিক্ষক তার কাছে গিয়ে বলে দেবেন তাকে কি করতে হবে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে ডনাকে বুঝতে দেয়া যে তিনি তাকে মানুষ হিসাবে পছন্দ করেন তবে ডনার যে কাজটি নিজে করা উচিত সেটা তিনি করে দিতে চাননা। শিশুদের

সাহায্য করার ব্যাপারে বড়দের আপত্তি তাদের নির্ভরশীল হবার পেছনে কি প্রভাব ফেলতে পারে তা গবেষণার মাধ্যমে দেখা হয়েছে। ছোটদের সাহায্য করার ব্যাপারে আপত্তি জানালে বা আবার সবসময় সাহায্য করলেও তাদের নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এটাকে এড়াতে হলে শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্য করলেও ধীরে ধীরে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয়া উচিত।

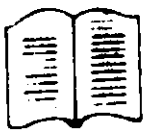

সারমর্ম ঃ যেসব শিক্ষার্থীর সামাজিক নৈপুণ্য বেশি থাকে, তারা সহজেই সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই নৈপুণ্যের বিকাশ শিশুকাল থেকেই শুরু হয়। সামাজিক শিক্ষণের উপর যাঁরা তত্ত্ব দিয়েছেন তাঁরা ছেলেবেলার গভীর স্নেহের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে কোন শিক্ষার্থী সামাজিক আচরণ ব্যবহার করে শিক্ষকদের খুশী করার জন্য কাজের প্রতি নির্ভরশীল আচরণ করে অন্যের সাহায্য লাভের আশায়। তবে শিশুরা যখন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে তখন প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সাহায্য করলেও পরে তা বন্ধ করতে হবে। কারণ এতে করে তাদের পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. যাদের সামাজিক নৈপূণ্য রয়েছে নিম্নলিখিত কাজটি করবে –
   ক. বড়দের ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করবেনা
   খ. সহপাঠীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবে
   গ. প্রশংসা ও সমালোচনার প্রতি প্রতিক্রিয়া করবে
   ঘ. বন্ধুত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে নিরুৎসাহ থাকবে

২. সামাজিক শিক্ষণের তত্ত্বে কি বলা হয়েছে?
   ক. বাবা-মার সাথে বন্ধুত্বের কথা
   খ. শিক্ষকের সাথে বন্ধুত্বের কথা
   গ. সহপাঠীদের সাথে সম্পর্কে কথা
   ঘ. ছেলেবেলার গভীর স্নেহের সম্পর্কের কথা

৩. ছোটদের সবসময় সাহায্য করলে কি হয়?
   ক. তারা আত্মনির্ভরশীল হয়
   খ. তাদের পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যায়
   গ. তাদের সামাজিক নৈপূণ্য বাড়ে
   ঘ. বড়দের শ্রদ্ধা করতে শেখে

পাঠ ৬.২ সহপাঠীদের দলে সম্পৃক্ততা
[Peer-group Affiliation]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠীরা কিভাবে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহপাঠীদের কাছ থেকে কি কি দেখা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- কিভাবে সহপাঠীদের প্রভাব শিক্ষকরা ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

এর আগের পাঠে আমরা ক্যাথির কথা আলোচনা করেছি। বড় হওয়ার সাথে সাথে ক্যাথির সমর্থন ও সাহায্যের জন্য নির্ভরশীলতা কমতে থাকে এবং সহপাঠীদের সাথে তার সম্পর্কও বাড়তে থাকে। নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে বয়সের সাথে সাথে কিভাবে বন্ধুবান্ধব, বাবামা ও শিক্ষকদের সাথে সংযোগের (contact) আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়।

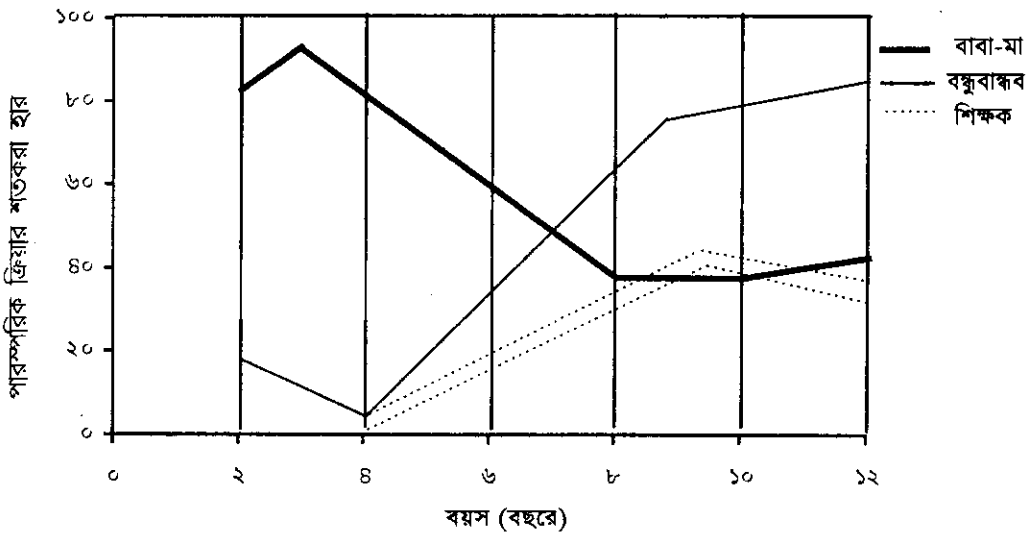

চিত্র ৬-২.১ বয়স বাড়ার সাথে সাথে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার শতকরা হার

আমরা বুঝতে পারছি ক্যাথি এবং ডনা স্কুলের থাকার সময়টা বেশির ভাগ বন্ধুদের সাথেই কাটায়। সহপাঠীদের সাথে এই ধরনের সংযোগের বৃদ্ধি কি প্রভাব ফেলতে পারে তা আমরা এখন আলোচনা করবো।

সহপাঠীরা শিক্ষকের মত

Peers are Teachers

বাবা-মা ও শিক্ষকদের মত সহপাঠীরাও শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সহপাঠীরা শিক্ষার্থীর নতুন আচরণ শেখার ব্যাপারে তাদের শিক্ষক হিসাবে কাজ করে (McGee এবং সহযোগীরা, ১৯৭৭)। ক্যাথির সহপাঠীরা তার উপর তিনভাবে প্রভাব বিস্তার করে; (১) সঠিক বা নিয়ম বহির্ভূত আচরণ দেখার ব্যাপারে মডেল হিসাবে কাজ করে, (২) সে যে কাজ করে, সেই কাজের জন্য বলবর্ধক দেয়া বা না দেয়ার ক্ষমতার অধিকার সহপাঠীদের কাছে থাকে, (৩) তার সামাজিক আচরণের নিয়মগুলি সহপাঠীরাই নির্ধারণ করে (Tyter, ১৯৮১)। সহপাঠীদের পরস্পরের উপর প্রভাব তাদের আচরণের মধ্যে সাদৃশ্য থেকে খুব ভালভাবে বোঝা যায়। এই ধরণের সামঞ্জস্যকে বলা হয় দলীয় আদর্শের সাথে একমত হওয়া। বলবর্ধকের এই প্রভাব ক্যাথির তার দলের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পাবে। যখন অন্যান্য সহপাঠীরা স্কুল ছুটি হবার পর ক্যাথিকে তাদের

সাথে খেলতে বলবে বা তাদের সাথে বসে টিফিন খেতে বলবে তখন এই গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখন আমরা আলাদা আলাদাভাবে এই প্রভাবগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

Peers Teach Conformity to Group Norms

সহপাঠীরা দলীয় আদর্শের সাথে একাত্মতা বোধ করতে শেখায়

মতৈক্য হচ্ছে এক ধরণের মডেলিং এর আচরণ যা দলের মধ্যে অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের আচরণ দলের অন্যান্য সদস্যদের আচরণের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বন্ধুদের আদর্শ প্রায় নিয়মের মত। এই আদর্শ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের কোন্ আচরণগুলি এই বয়সের সহপাঠীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য বা বাতিল হবে তা নির্ধারণ করে দেয়। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বন্ধুদের আচরণের সাথে কিছুটা মতৈক্য আকাঙ্খিত ও উপকারী। এর ফলে নতুন নতুন আচরণ শেখা সম্ভব হয়। সহপাঠীদের পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক নিয়মকানুন শেখে এবং কি করে অন্যদের সাথে চলতে হবে তা-ও শিখে থাকে। যারা সহজে অন্যের সাথে একমত হয়না, তারা সামাজিক ভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং সহপাঠীরা তাদের গ্রহণ করেনা। সহপাঠীদের আচরণের সাথে মতৈক্য প্রদর্শন বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বভাগ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। এটা আবার আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে। কারণ বয়ঃসন্ধির উত্তরকালে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের মূল্যবোধ এবং আচরণের মানদণ্ড গড়ে তোলে।

ক্যাথি সব পরিস্থিতিতে তার বন্ধুদের সাথে একমত হয়না, তবে সে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে একমত প্রদর্শন করে। এগুলো হচ্ছে, (১) যখন কি করতে হবে এ ব্যাপারে সে অনিশ্চিত থাকে তখন যাদেরকে আত্মনির্ভরশীল মনে হয় তাদেরকে অনুসরণ করে, (২) যখন তার দলটি খুব ছোট হয় বা সে সংখ্যালঘু দলের অন্তর্ভূক্ত থাকে, (৩) যখন তার দলের উঁচু পদমর্যাদা থাকে বা তার সহপাঠীরা খুব দক্ষতার পরিচয় দেয়। (৪) যদি তার মনে মতানৈক্যের ফলে অগ্রহণযোগ্য হবার ভয় থাকে।

Using Peer Power Productivity

সহপাঠীদের প্রভাব ফলপ্রসূতার সাথে ব্যবহার করা

সহপাঠীদের প্রভাব দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে এবং এটি একটি মোকাবেলা করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। সহপাঠীদের আচরণের মানদন্ডটি শিক্ষকের মূল্যবোধের সাথে মিলেও যেতে পারে, আবার যেটা শিক্ষক সঠিক ও আকাঙ্খিত মনে করেন তার সাথে দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষকরা সহপাঠীদের এই প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতার প্রতি বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারেন। তারা এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, প্রতিবাদ করতে পারেন বা এটার কাছে নতি স্বীকার করতে পারেন। শিক্ষকদের উদ্দেশ্য সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে পূর্ণ হবে যদি শিক্ষকরা সহপাঠীদের আচরণের এই প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষক কত দক্ষতার সাথে এটা করতে পারবেন, তা নির্ভর করবে শিক্ষকের দ্বারা সহপাঠীদের দলীয় কাঠামোটিকে পর্যবেক্ষণ করা, মূল্যায়ন করা ও সমন্বয় সাধনের নৈপুণ্যের উপর। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীরা পুরোপুরিভাবে সহপাঠীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনা; বরং তারা সহপাঠী, পিতামাতা ও শিক্ষকদের চাহিদাগুলোর সাথে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করে। শিক্ষকরা যদি খুব বেশী উঁচুতে আচরণের মানদণ্ডটি প্রতিষ্ঠা করেন তবে এটা খুবই স্বাভাবিক হবে যে, শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের আচরণের মানদণ্ড, যা কিনা তাদের জন্য বেশী সহজবোধ্য সেটার সঙ্গে একাত্মতা প্রদর্শন করবে।

সারমর্ম ঃ বড় হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সমর্থন ও সাহায্যের জন্য নির্ভরশীলতা কমতে থাকে। বাবা-মা ও শিক্ষকদের মত সহপাঠীরা শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সহপাঠীদের দলে অন্তর্ভুক্তির পর তারা দলীয় আদর্শের সাথে একাত্মতাবোধ করতে শুরু করে। দলের মধ্যে যাদেরকে শিক্ষার্থীর বেশি আত্মনির্ভরশীল মনে হয় এবং যাদের পদমর্যাদা বেশি তাদেরকে সে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তবে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরিভাবে সহপাঠীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনা। তারা সহপাঠী, পিতামাতা, শিক্ষকদের চাহিদাগুলোর সাথে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করে। শিক্ষকদের উচিত হবে শিক্ষার্থীদের এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের অন্যদের সাথে সংযোগের কি পরিবর্তন হয়?
   ক. তারা বাবা-মার সাথে বেশি সময় কাটায়
   খ. শিক্ষকের সাথে সংযোগের বৃদ্ধি ঘটে
   গ. সহপাঠীদের সাথে সংযোগের বৃদ্ধি হয়
   ঘ. ভাইবোনদের সাথে অনেক সময় কাটায়

২. বন্ধুদের আচরণের সাথে কিছুটা মতৈক্য পোষণ করাকে কিভাবে মূল্যায়ন করা যায়?
   ক. এটা আকাঙ্ক্ষিত নয়
   খ. এটা ক্ষতিকর হতে পারে
   গ. এটা আকাঙ্ক্ষিত ও উপকারী
   ঘ. উপরের একটিও ঠিক নয়

৩. ক্যাথি কোন্ পরিস্থিতিতে সহপাঠীদের সাথে একমত হয়?
   ক. যখন অগ্রহণীয় হবার ভয় থাকেনা
   খ. যখন তাদের আত্মনির্ভরশীল মনে হয়
   গ. যখন সহপাঠীরা অদক্ষতার পরিচয় দেয়
   ঘ. যখন তাদের পদমর্যাদা কম থাকে

পাঠ ৬.৩ সহপাঠীদের সমর্থন
[Peer Group support]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সহপাঠীদের সমর্থনের পরিমাপ কিভাবে করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক নৈপুণ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বাড়াবার জন্য শিক্ষকের কি কি করণীয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

একজন শিক্ষার্থীর সহপাঠীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে সে তার দলের কাছ থেকে কতটা বলবর্ধক ও সমর্থন লাভ করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের আপন করে নিতে পারে এবং সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে তাদেরকে বন্ধুদের মধ্যে উঁচু স্থানের অধিকারী হিসাবে দেখা হয়। এই শিক্ষার্থীরা, যাদের অন্যান্যরাও পছন্দ করে তারা তাদের বন্ধুদের নিকট আনন্দের উৎস হিসাবে কাজ করে। এর ফলস্বরূপ তারা সামাজিক বলবর্ধকও লাভ করছে।

Measuring Peer Support

সহপাঠীদের সমর্থনের পরিমাপ করা

যে কোন শিক্ষার্থীর দলীয় সমর্থনের পরিমাপ তাদের বন্ধুদের সাথে সংযোগের পরিমাণ থেকে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করে শ্রেণীতে কারো অবস্থান সম্পর্কে জানা যেতে পারে। যেমন, "তুমি টিফিন খাবার সময় কার পাশে বসে খাও?" "ক্লাশে কে সবাইকে সাহায্য করে?" "কে ভাল নেতৃত্ব দিতে পারে?" "কে ভাল ছবি আঁকতে পারে?" এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমে সহপাঠীদের সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতার সমাজমিতিমূলক পরিমাপ সম্ভব হয়। যেসব শিক্ষার্থী অনেক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে অনেকের দ্বারা নির্বাচিত হয় তারা সহপাঠীদের প্রচুর সমর্থন লাভ করেছে বলে মনে করা হয়।

Social Skills Increases Peer Support

সামাজিক নৈপুণ্য সহপাঠীদের সমর্থন বাড়ায়

যেসব শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আছে তাদের সামাজিক নৈপুণ্য ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। তারাই বন্ধু হিসাবে মর্যাদা লাভ করে, যারা এমন কিছু নৈপুণ্য বা দক্ষতা প্রদর্শন করে, যা তাদের বন্ধুদের কাছে খুব মূল্যবান বলে মনে হয়। এই নৈপুণ্যগুলো নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, খেলাধুলায় সাহসিকতা প্রদর্শন করা বা শুধুমাত্র মজা করতে পারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হতে পারে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, জনপ্রিয় শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, তারা বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, বিশেষ আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখায়না এবং বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জন করে থাকে (Stillwell, ১৯৭৪)। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন কাউকে সাহায্য করার প্রবণতাকে আমরা চেষ্টা করে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারি।

যেসব শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের কাছে কম গ্রহণযোগ্য হয় তারা কাজের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়, দুশ্চিন্তায় ভোগে, অনাকাঙ্খিত আচরণ করে, আক্রমনাত্মক হয় এবং সামাজিক নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে অদক্ষতার পরিচয় দেয়। কিছু কিছু শিক্ষার্থীরা সামাজিকভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তারা এমন কিছু ঋণাত্মক (negative) ও অদক্ষ আচরণ প্রদর্শন করে যা বন্ধুত্বের ধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধাপ্রদান করে এবং এর ফলে বন্ধুত্ব রক্ষাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক এই ধরনের অদক্ষ ও অসামাজিক শিক্ষার্থীদের দলের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য দলীয় ধারার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনবেন কিনা সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। তবে এটা সবাই স্বীকার করবেন যে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই ছোট ছোট দলের মধ্যে একাত্ম হয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাই শিক্ষক তার সাহায্যের মাধ্যমে সহপাঠীদের পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সুযোগের সৃষ্টি করে দিতে পারেন। যেসব শিক্ষার্থীরা সহজে সকলের সাথে মিশতে পারেনা

তারা যদি একবার সামাজিক নৈপুণ্য গড়ে তুলতে পারে তবে সহপাঠীরা তাকে আগের চেয়ে ভালভাবে গ্রহণ করবে। সে তখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে সে সবার সঙ্গে মিশবে নাকি স্বাধীনভাবে থাকবে। যদি কারো সবার সাথে মিশতে পারার মত সামাজিক নৈপুণ্য একেবারেই না থাকে তবে সে সহপাঠীদের দ্বারা কখনোই গ্রহণীয় হবেনা এবং তখন সেই শিক্ষার্থীর নিজেকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবেনা। এখন আমরা সহপাঠীদের পারস্পরিক সমর্থন বাড়াবার ব্যাপারে শিক্ষকদের কি কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন কাজসমূহের সাথে সাথে সহপাঠীদের মধ্যে ধনাত্মক সংযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার প্রচেষ্টাটি করা যেতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ধনাত্মক পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া করাবার জন্য চারটি পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হোল ঃ

(১) **ধনাত্মক (Positive) আচরণের মডেল হিসাবে শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করাঃ** যখন শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় ধনাত্মক আচরণ প্রদর্শন করেন, শিক্ষার্থীরা তাকে অনুকরণ করে এবং তারাও পরস্পরকে আপন করে নেবার চেষ্টা করে। যেসব শিক্ষকরা ঋণাত্মক আচরণ করেন এবং খুব সমালোচনামুখর তাদের ছাত্রছাত্রীরাও পরস্পরের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে।

(২) **কাজের উপর নির্ভরশীলতা (Task dependency) এবং সামাজিক নির্ভরশীলতার (Social dependency) মধ্যে পার্থক্য করতে শেখা ঃ** যেসব শিক্ষার্থীদের প্রথম একটি কাজ শুরু করার ব্যাপারে বা কঠিন একটি বাধা অতিক্রম করার জন্য সাহায্য প্রয়োজন তাদের অন্তত সাময়িকভাবে সাহায্য করতে হবে। এরপর তাদের স্বাধীনভাবে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য উৎসাহ দিতে হবে এবং পরনির্ভরশীল না হলেই শুধু সমর্থন জানাতে হবে। যেসব শিক্ষার্থীদের নিজেদের পরিচালনার ভাল কৌশল জানা আছে তার সবসময় শিক্ষকদের পাশে থাকেনা এবং সহপাঠীদের প্রচুর সমর্থন লাভে সক্ষম হয়।

(৩) **শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া বাড়াবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ঃ** যেসব শিক্ষার্থীরা নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে সরিয়ে একা একা থাকে তাদেরকে বিভিন্ন দলীয় কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যাদের খুব বেশি এবং খুব কম সামাজিক নৈপুণ্য (social skills) রয়েছে তাদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে। এতে করে বেশি ও কম পদমর্যাদার শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে আন্তঃক্রিয়া করার সুযোগ পাবে। শিক্ষক এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তিনি এটা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন যে, শ্রেণীকক্ষের উচ্চ মর্যাদাশীল কাজগুলো যেন সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়, যাতে সব শিক্ষার্থীরই সব ধরনের কাজ করার সুযোগ পায়। এছাড়াও ছোট ছোট দল গঠন করে কোন প্রজেক্ট এর কাজ করানো যেতে পারে, যেখানে সবাই মিলেমিশে কাজটি সম্পন্ন করবে। শিক্ষক এটাও নিশ্চিত করবেন যে, প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী এই প্রজেক্টের কাজে যেন অবদান রাখতে পারে এবং দলের উদ্দেশ্য যেন কোন ভাবে অসহযোগীতামূলক বা নিষ্ক্রিয় সদস্যদের দ্বারা ব্যাহত না হয়। সহপাঠীদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান একটি সফল সহযোগিতামূলক দলের সৃষ্টি করবে (Johnson এবং Johnson, ১৯৭৪)

(৪) **কম মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এবং নিজেকে যারা আলাদা করে রাখে সেসব শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের সামনে প্রশংসা করতে হবে ঃ** শিক্ষক যদি কোন অদক্ষ শিক্ষার্থীর কোন সফল কাজের জন্য সহপাঠীদের সামনে তাকে পুরস্কৃত করেন, তাহলে সেই শিক্ষার্থীর আকর্ষণ অন্যান্য সহপাঠীদের কাছে বেড়ে যাবে।

উপরে উল্লেখিত পন্থগুলো অবলম্বন করলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই ফলপ্রসূ সামাজিক নৈপুণ্য শিখতে পারে এবং এর ফলে তারা সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

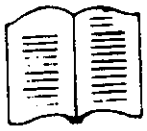

সারমর্ম ঃ যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের আপন করে নিতে পারে এবং সামাজিক নৈপূণ্য প্রদর্শন করে তারা অন্যান্যদের কাছে আনন্দের উৎস হিসাবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জনপ্রিয় শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে, বিশেষ কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখায় না এবং বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জন করে থাকে। সহপাঠীদের পারস্পরিক সমর্থন বাড়াবার ব্যাপারে শিক্ষকদের বেশি কিছু কাজ করণীয় রয়েছে। যেমন তাঁকে ধনাত্মক আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হতে শেখাতে হবে, দলীয় কার্যক্রমে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের সফল কাজের জন্য সবার সামনে প্রশংসা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. যেসব শিক্ষার্থীরা সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে তারা কি লাভ করে?
   ক. ভাইবোনদের সহযোগিতা লাভ করে
   খ. পিতামাতার স্নেহ লাভ করে
   গ. শিক্ষকদের অনুমোদন লাভ করে
   ঘ. বন্ধুদের মধ্যে উঁচু স্থানের অধিকার লাভ করে

২. যেসব শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের কাছে কম গ্রহণযোগ্য হয়, তারা কি করে?
   ক. আকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে
   খ. কাজের উপর নির্ভলশীল থাকেনা
   গ. সামাজিক নৈপূণ্যের ক্ষেত্রে অদক্ষতার পরিচয় দেয
   ঘ. আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করেনা

৩. যেসব শিক্ষকরা সমালোচনামুখর তাদের ছাত্রছাত্রীরা কি করে?
   ক. ধনাত্মক আচরণ করে
   খ. পরস্পরের সমালোচনায় লিপ্ত হয়
   গ. শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করে
   ঘ. শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়

পাঠ ৬.৪ আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্ব অর্জন করার নৈপুণ্য
[Independence and Achievement Skills]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষার্থীরা কিভাবে আত্মনির্ভরশীল হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মনির্ভরশীলতার নৈপুণ্য কিসের মাধ্যমে হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার বিকাশের জন্য শিক্ষকরা কি কি অনুশীলন করাতে পারেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্ব অর্জন করার ক্ষমতাসম্পন্ন আচরণের বিকাশ শিশু বিদ্যালয়ে পৌঁছাবার পূর্বেই শুরু হয়। শিক্ষকরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্বের সাথে সম্পর্কিত আচরণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যদিও আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্ব আচরণের ভিন্ন ভিন্ন দিক, তথাপি এই দু'টি পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জন অনেকগুলো নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে এবং এই নৈপুণ্যের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রেও পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়।

Independence and Autonomy

আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীকার

শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে অন্যের উপর কাজের জন্য নির্ভরশীলতা কমাতে থাকে। তারা তাদের পরিবেশে আরও আত্মনির্ভশীল হয়ে খাপ খাওয়াতে পারে এবং এই আচরণ তাদের বাহ্যিক কোন নিয়ন্ত্রণ থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে। ক্যাথির উদাহরণ নিলে দেখা যাবে যে সে হয়তো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেশ কিছু কাজ করতে শিখেছে। এগুলো হচ্ছে, (১) কোন প্রজেক্ট শুরু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া, (২) যে কাজ তাকে দেয়া হয় তার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে নেওয়া, (৩) কারো সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কাজ সম্পন্ন করা, (৪) অনেক বিকল্পের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং (৫) সে যা চায় তা পাবার ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে এবং নিশ্চিত হয়ে মত দেওয়া (Parke, ১৯৬৯) যদিও এগুলো সবই আলাদা এবং শেখাবার মত আচরণ, তবুও এগুলো সব একত্রিত হয়ে ক্যাথির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাজ করে এবং তাকে জীবনের পথে আত্মপরিচালিত হয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

Independence and Skills are Learned

আত্মনির্ভরশীলতার নৈপুণ্যগুলো শিক্ষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে

ক্যাথির আত্মনির্ভরশীলতার প্রবণতা প্রথমে তার বাবামা লক্ষ্য করেছেন, যখন সে দুই বছর বয়সে প্রথম উচ্চারণ করেছে, 'না আমি করবোনা'। যদিও তার বাবামা এবং পরবর্তীতে শিক্ষকরা তার এই নিজের ইচ্ছামত চলার প্রবণতা দেখে বিরক্ত হয়েছেন, তবুও এ ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা উচিত। দুই বছর বয়সে সে তার স্বাধীন চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সব ব্যাপারে 'না' বলেছে। ছয় এবং ষোল বছর বয়সে সে তার এই দৃঢ়চিন্তা আরও বেশী উদ্ভাবনী (constructive) ক্ষমতার মাধ্যমে প্রকাশ করবে। সে শ্রেণীকক্ষে নতুন ধরনের খেলার ব্যাপারে ধারণা দেবে এবং বড় ক্লাশের শিক্ষার্থীদের জন্যও কিছু সুপারিশ (suggestion) প্রদান করবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসে সে তার স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শিক্ষকের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে নতুন নিয়মের বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদ হিসাবে আবেদন পত্র লিখতে পারে। শিক্ষণ পরিস্থিতির বিস্তৃত পরিবেশের অনেক কিছুই ক্যাথির স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে এবং এর দ্বারা তার পরিবেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করার সুযোগ সে পেয়ে থাকে। তার শারীরিক নৈপুণ্যও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সে ফলপ্রসূভাবে কোন সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করতে সক্ষম হয়। যেসব পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্রুত উন্নতি পছন্দ করেন, তাঁরা বাড়ীর বিভিন্ন কাজে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের সন্তানরা দৃঢ়ভাবে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করুক, এটা তাঁরা কামনা করেন। বাড়ীতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাতে তাঁদের সন্তানদেরও অংশগ্রহণকে

স্বাগত জানান। সন্তানরা তাদের দখলে যেসব জিনিষ রয়েছে সেগুলো যেমন সঠিকভাবে যত্ন নেয়, সেটা তাঁরা প্রত্যাশা করেন (Wihnterbottom, ১৯৫৮)।

এই স্বাধীনচিন্তার বিকাশের সময়ও ক্যাথি তার বাবা-মা ও শিক্ষককে খুশি রাখার চেষ্টায় রত থাকে এবং কখনও কখনও আপাতঃদৃষ্টিতে যেটা ছোট সমস্যা বলে মনে হচ্ছে সেটা নিয়েও ক্যাথি বিব্রত বোধ করে। শিক্ষার্থীর এই স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং নির্ভরশীল হয়ে থেকে আদর যত্ন পাবার আকাঙ্খা বয়ঃসন্ধিকালে তার মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। একদিকে ক্যাথি তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার ব্যাপারে বেশি স্বাধীনতা দাবী করে, অন্যদিকে সে শিক্ষক ও বাবা-মার কাছ থেকে কখনও কখনও নির্দেশনা ও সমর্থনের চাহিদাও পোষণ করে।

শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার নৈপুণ্য বা ক্ষমতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিস্থিতি তৈরির পরিকল্পনা করতে পারেন। ক্লাসের নিয়মকানুনের ব্যাপারে তাদের মতামত নিতে পারেন, তারা ক্লাসে কি কি কাজ করতে ইচ্ছুক তা জানতে পারেন এবং শিক্ষকদের কোন নির্দেশনা ছাড়া কোন কাজের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে নেবার সুযোগ করে দিতে পারেন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনচিন্তার বিকাশ ঘটাতে হলে শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুশীলন করাতে পারেন। এই অনুশীলন কিভাবে সম্ভব সে ব্যাপারে Anderson, (১৯৮৫) Evertson et. al. (১৯৮৩) এবং Good et. al., (১৯৮৪) শিক্ষকদের জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হোল ঃ

- **যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষক নিশ্চিত না হবেন যে, শিক্ষার্থীরা কোন একটি কাজ করতে সক্ষম হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাজটি দেয়া যাবেনা** – এটা সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। স্বাধীনচিন্তার অনুশীলন তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থীরা কারো সাহায্য ছাড়া কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে স্থানান্তরিত করার সুযোগ লাভ করে। এটাকে কার্যকর করার জন্য তথ্যগুলো প্রথমে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- **স্বাধীন চিন্তার অনুশীলনের জন্য যে কাজটি দেয়া হবে তা সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে** – বেশীর ভাগ সময় শুধু দশ মিনিটের জন্য এই ধরনের অনুশীলনই যথেষ্ট, খুব বেশি সময় ধরে এই অনুশীলন করালে তা কাজে লাগেনা। খুব বেশী অনুশীলন করালে তার খুব কম প্রভাবই স্মৃতিতে থাকে। শ্রেণীকক্ষে অল্প সময় অনুশীলন করিয়ে বাকীটা বাড়ীর কাজ হিসাবে দেয়া যেতে পারে।

- **স্পষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করতে হবে** – নীচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বারবার পড়ার জন্য এবং শব্দের অর্থগুলো বর্ণনা করার জন্য বলতে হবে যাতে করে শিক্ষক জানতে পারেন তারা পড়াটা বুঝতে পেরেছে কিনা।

- **শিক্ষার্থীরা একবার কাজ করতে শুরু করলে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে** – যখন শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য অনুশীলন শুরু করবে শিক্ষক তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করে জানার চেষ্টা করবেন তারা সবাই ঠিকমত কাজটি করছে কিনা। যখন তিনি নিশ্চিত হবেন যে তারা করছে, তখন তিনি আর কোন হস্তক্ষেপ করবেন না।

- **যে কাজগুলো স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা করেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে তাদের ফলাফলের নম্বরের সঙ্গে যোগ করতে হবে** – অনুশীলন সংক্রান্ত কাজের সমস্যা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা মনে করে যে এগুলোর সাথে তাদের বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের কোন সম্পর্ক নেই, তাই তারা তেমন গুরুত্বের সাথে কাজগুলো করেনা। এই কারণে এই নম্বরগুলো তাদের ফলাফলের সাথে যোগ করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য একটি ভাল উপায় হচ্ছে, অনুশীলন-ক্লাশের শেষের দিকে কিছু সময় হাতে রেখে, ঐ সময়ে প্রশ্নের সঠিক উত্তরগুলো শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়া। এরপর শিক্ষক তাদের ছাত্রদের দিয়ে বা তাদের সঙ্গীদের দিয়ে উত্তরপত্র গুলো দেখিয়ে নিতে পারেন। সবশেষে

শিক্ষক সেগুলো এক নজর দেখে নম্বরগুলো রেকর্ড করে নিতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজের ফলাফর জানতে পারবে, শিক্ষকও প্রতিদিন উত্তরপত্রগুলো একা দেখার জন্য যে পরিশ্রম ও সময়ের দরকার তা বাঁচাতে পারবেন।

সারমর্ম ঃ আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্বের সাথে সম্পর্কিত আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বাড়তে থাকে। আত্মনির্ভরশীলতার নৈপূণ্যগুলো শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের স্বাধীনচিন্তার নৈপূণ্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিস্থিতি তৈরির পরিকল্পনা করতে পারেন। স্বাধীনচিন্তার অনুশীলন তখনই সম্ভব যখন শিক্ষার্থীরা কারো সাহায্য ছাড়া কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষকের দেয়া যে কাজটি করবে শিক্ষক তাতে কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না এবং তাদের সেই কাজের জন্য কৃতিত্বের অভিজ্ঞতা দেবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও কৃতিত্বের সাথে সম্পর্কিত আচরণ কোন্ পর্যায়ে বাড়তে থাকে?
   ক. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে
   খ. উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে
   গ. প্রাক্ বিদ্যালয় পর্যায়ে
   ঘ. উচ্চমাধ্যমিকের পরে পরের পর্যায়ে

২. যেসব পিতামাতার তাঁদের সন্তানদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্রুত উন্নতি পছন্দ করেন, তাঁরা কি করনে?
   ক. ছেলেমেয়েদের বাড়ির কাজে জড়িত করতে চান না
   খ. ছেলেমেয়েরা শুধু পড়াশুনা করুক এই কামনা করেন
   গ. কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় সন্তানদের সাথে আলোচনা করেন না
   ঘ. বাড়ির বিভিন্ন কাজে ছেলেমেয়েদের সাহায্য প্রার্থনা করেন

৩. স্বাধীনচিন্তার অনুশীলনের জন্য যে কাজটি দেয়া হবে তা কেমন হওয়া উচিত?
   ক. কাজটি দীর্ঘ সময় নিয়ে করা উচিত
   খ. কাজটি জটিল হওয়া প্রয়োজনীয়
   গ. শিক্ষকের নির্দেশনা নিয়ে করতে হবে এমন হওয়া উচিত
   ঘ. কাজটি সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত

পাঠ ৬.৫ কৃতিত্বের নৈপুণ্য ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষণ
[Achievement Skills and Academic Learning]

এই পাঠ শেষে আপনি —

- যেসব শিক্ষার্থীরা কৃতিত্ব অর্জন করে তারা কি ধরনের আচরণ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য কিভাবে শুরু হয় তা বলতে পারবেন।
- কৃতিত্ব অর্জনের আচরণকে বাড়িয়ে তোলার জন্য শিক্ষক কি করতে পারেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রথম শ্রেণী থেকেই প্রত্যেকটি শিশু প্রতিযোগিতা, যোগ্যতা অর্জন এবং বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের চাহিদার সম্মুখীন হয়। শিক্ষক বস্তুনিষ্ঠভাবে শিক্ষার্থীদের কাজের সাফল্যের মূল্যায়ন করতে পারেন। শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থীদের কি ধরনের এবং কতটুকু কাজ করতে দেয়া হয়েছে। তিনি এও দেখবেন তারা কতটুকু কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে এবং ক্লাসে কেমন গ্রেড পাচ্ছে। এছাড়া কোন কৃতি অভীক্ষায় (achievement test) তারা কেমন নম্বর পাচ্ছে তা-ও তিনি রেকর্ড করে রাখবেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের কাজে সাফল্য অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং এগুলোর মধ্যে কতগুলো উপাদান শিক্ষকের শিক্ষাদানের কৌশলের আওতার বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের উপর কিছু বিকাশমূলক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে এবং এগুলো হচ্ছে সামাজিক পদমর্যাদা, বুদ্ধি বা দক্ষতার পরিমাণ ও বাবা-মার দ্বারা সন্তানদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি। এছাড়াও কিছু শিক্ষার্থীর এমন আচরণ থাকতে পারে, যা কিনা তাদের বিদ্যালয়ে ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলে। এসব কারণে বুদ্ধির সাফল্যের বেশ ভাল থাকা সত্ত্বেও তাদের ফলাফল ভাল হয়না। এখন আমরা সামাজিকভাবে শিক্ষণীয় কিছু আচরণ নিয়ে আলোচনা করবো। এই আচরণগুলো যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বেশীর কাজে ভাল কাজ করে এবং যেসব শিক্ষার্থীর কাজ শেষ করতে প্রায়ই অসুবিধা হয়, এই দুই ধরণের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

Achievement Behaviours Contribute to Mastery

কৃতিত্বপূর্ণ আচরণ কোন কিছু রপ্ত করতে সাহায্য করে

যেসব শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জনের নৈপুণ্য রয়েছে, তাদের চারটি আচরণের অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এখানে ক্যাথিকে আবার উদাহরণ হিসাবে নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ এটা দেখা যায় যে অনেক পরিস্থিতিতে ক্যাথির মত শিক্ষার্থীরা কোন একটি সমস্যা সমাধান রপ্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং যে কাজই তাদের দেয়া হোক না কেন সেটা ভালভাবে করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ ক্যাথি নিজের সাথেও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সে গতকাল যেমন কাজ করেছিল, আজ তার চেয়ে ভাল কাজ করতে চায় এবং যে কাজই রপ্ত করতে চেষ্টা করে সেটাতেই তার দক্ষতা বাড়াতে চায়। তৃতীয়তঃ ক্যাথি অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করে। সে তার সহপাঠীদের কাজের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে এবং সেটার মত অথবা তার চেয়েও ভালভাবে কাজটি করার চেষ্টা করে। সে শুধু যে তার নিজের কৃতিত্বকে নিজের অতীত কৃতিত্বের সাথে তুলনা করে না নয়, সে তার সহপাঠীদের কৃতিত্বের সাথেও নিজের কৃতিত্বের তুলনা করে। এই দুই ক্ষেত্রেই সে তার কার্যসম্পাদনের (performance) গুণাগুণকে একটি উঁচু মানদণ্ডের সাথে তুলনা করে। পরিশেষে, ক্যাথি যখন শিক্ষক, বাবা-মা ও সহপাঠীদের কাছ থেকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি লাভ করে তখন সে খুব আনন্দের সাথে প্রতিক্রিয়া করে এবং নতুন উদ্যম নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সে যে শুধু তার কার্যসম্পাদনের পরিমাণ নিয়ে খুশী থাকে তা নয়, সে অন্যের কাছ থেকেও এটার জন্য স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করে (Solomon এবং Kendall, ১৯৭৯)।

Achieving Student : Hardwork, Persistence and Positive Expectatives

কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীর কঠোর পরিশ্রম, কোন কাজে লেগে থাকা ও ধনাত্মক প্রত্যাশা

কোন কিছু রপ্ত করা, প্রতিযোগিতা করা এবং স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করা ছাড়াও ক্যাথির মত একজন কৃতিত্ব অর্জনকারী শিশু আরও কিছু আচরণ করে যেগুলো তার বিদ্যালয়ের কৃতিত্বকে বাড়ায়।

সে নিম্নলিখিত আচরণগুলো করে ঃ (১) সে সব সময় লেগে থেকে কোন কাজ করে, (২) মধ্যম পর্যায়ের (moderate) ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং (৩) ভাল করার ব্যাপারে ধনাত্মক প্রত্যাশা পোষণ করে।

কোন কিছু করার ব্যাপারে লেগে থাকাটা তার বিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জন করার সূচক (predictor) হিসাবে কাজ করে। ক্যাথি খুব কঠোর পরিশ্রম করে এবং কোন সমস্যা হলেও সে কাজটি সহজে ছেড়ে দেয়না। তার এই প্রচেষ্টার ফলে সে বেশীর ভাগ সময় অন্যদের তুলনায় সঠিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সে যেহেতু ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে, সেহেতু কোন কোন সময় অসফল হবার ব্যাপারটা গ্রহণ করে নেয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে অন্তত কিছুটা সাফল্য অর্জন করার মত ক্ষমতা থাকে। পরিশেষে বলা যায়, যেসব শিক্ষার্থীর ভাল ফলাফল করার জন্য ধনাত্মক প্রত্যাশা থাকে, তারা সাধারণত ভাল করে থাকে। সফলতার ফলে আবারও সফল হবার প্রবণতা বাড়ে এবং বেশী সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের আরও বেশী সফল হবার প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। "আমি জানি আমি পারবো", "আমি জানি আমি পারবো", এ ধরনের আত্মবিশ্বাস তার কৃতিত্ব অর্জনের যোগ্যতার উপর ধনাত্মক প্রভাব বিস্তার করে (Masters, Furman এবং Barden, ১৯৭৭)

Achievement is Situation

কৃতিত্ব অর্জন পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল

এটা একটভ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, ক্যাথি তার কৃতিত্ব অর্জনমূলক আচরণ বিদ্যালয়ে সবসময় করেনা। এছাড়া সব পরিস্থিতিতে এবং সব কাজেও সে কৃতিত্ব দেখাতে চায় না। সে সাধারণত ইংরেজী ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেগে থেকে কাজ করলেও, অংকের ব্যাপারে প্রায়ই ধীর গতিসম্পন্ন হয়ে যায় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অন্যের কাজে সাহায্য প্রার্থনা করে। এছাড়াও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে ভাল করার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়না। কিছু শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জন করার স্পৃহা বেশ ভালভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী সব বিষয়ে ভাল ফলাফল করতে চেষ্টা করে। গবেষকরা এই ধরনের আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে এগুলোকে বলেছেন 'কৃতিত্বের চাহিদা' (need for achievement) বা কৃতিত্বের প্রেরণা' (achievement motivation)। শিক্ষকের উচিত হবে কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে কি কি আচরণ করে থাকে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এই আচরণগুলো তাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে কোন সাহায্য করে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এরপর যদি শিক্ষক দেখেন যে, কোন শিক্ষার্থী খুব সহজেই কিছু পারবেনা বলে ছেড়ে দিচ্ছে এবং প্রায়ই বলছে, 'আমি পারিনা', তখন তিনি তাদের ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। এই কৌশলগুলো যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া তাদের কোন কাজ সম্পন্ন করতে বাধা প্রদান করে সেসব প্রতিক্রিয়াগুলো রোধ করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের প্রেষণা বাড়াবার প্রচেষ্টার চেয়ে বাধাপ্রদানকারী আচরণগুলো কমানের কৌশল প্রয়োগ অনেক সহজসাধ্য কাজ। যেসব শিক্ষার্থীরা খুব সহজে মুষড়ে পড়ে তাদের অনেক ধৈর্য্যের সাথে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে কারণ আসলে এদের প্রেষণা খুব কম থাকে।

কৃতিত্বের বিকাশ

Development of Achievement

কৃতিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বাবা-মা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেসব শিক্ষার্থীরা কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে ক্লাসে আসে তাদের বাবা-মায়েরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো করে থাকেনঃ

- কোন কিছু অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক উঁচুতে মানদণ্ড স্থাপন করেন;
- আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন চিন্তার দ্রুত বিকাশের উপর জোর দেন;
- ধনাত্মক বলবর্ধক (০) দিয়ে থাকেন এবং কৃতিত্ব অর্জনের পর তাদের প্রশংসা করেন;
- খুব বেশী স্নেহপ্রবণ না হয়ে বা সব ব্যাপারে সম্মতি না জানিয়ে বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন;
- পরিবেশকে ভালভাবে জানবার জন্য তাঁদের সন্তানদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেন
- তাঁদের চিন্তা করতে উৎসাহ দেন এবং
- সন্তানদের প্রচেষ্টার অভাব দেখলে বা ভুল উত্তরের জন্য সমালোচনা করেন (Stien, Baily, ১৯৭৩ এবং অন্যান্যরা)।

কিছু সাম্প্রতিক গবেষণার পর সুপারিশ করা হয়েছে যে, যেসব শিক্ষার্থীরা মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ে উঁচু কৃতিত্ব অর্জনকারী তাদের বাবা-মার সাথে শৈশবে ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থীর জন্য বাবা-মার পরিপূর্ণ তদারকী তাকে দ্রুতগতিতে উন্নতি করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের বাবা খুব বেশী করিৎকর্মার ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে অনেক সময় কাটান। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জনের ব্যাপারে বাবা-মার উচ্চাকাঙ্খা তাদের কার্যাসম্পাদনকে ত্বরান্বিত করে। তবে এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী সত্যি হয়। যেহেতু সমাজে মেয়েদের যে ভূমিকার ঐতিহ্য (traditional sex role) রয়েছে তার সাথে উঁচু কৃতিত্বের বেশী সম্পর্ক নেই, সেহেতু উচু কৃতিত্ব অর্জনকারী মেয়ে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তাদের উপর পড়ে। এই প্রশিক্ষণ তাকে বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশের ব্যাপারে বয়ঃসন্ধিকালে এবং এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সাহায্য করে।

Sex Difference in Achievement begin at school

কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য বিদ্যালয়ে শুরু হয়

ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জনমূলক কাজে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছি বুদ্ধিবৃত্তীয় কাজে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রাক্ বিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের আচরণের ব্যাপারে শিক্ষকের প্রায় একই ধরণের মতামত থাকে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এসে তাদের মধ্যে কৃতিত্ব অর্জন সম্পর্কিত নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই নৈপুণ্যের পার্থক্য আরও বেশী পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যদিও ব্রায়ান নামের ছেলেটি এবং আমাদের আগের উল্লেখিত ক্যাথি বিদ্যালয়ে সমান ভাল ফলাফল করেছে, তবে ব্রায়ানের পক্ষে অন্য ছেলেদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তার প্রচেষ্টা বাড়ানোই স্বাভাবিক। সে অনেক কাজেই সাফল্যের সম্ভাবনাকে বাস্তবের চেয়ে বেশি করে দেখার চেষ্টা করে এবং তার মধ্যে নিজেকে নিয়ে গর্ব করার প্রবণতা দেখা যায়। সে কোন কিছুকে জয় করার উদ্দেশ্যে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে। অপরদিকে, ক্যাথি তার বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজের ক্ষমতাকে অনেক কম মনে করে নিজেকে সরিয়ে রাখে এবং নতুন কোন কাজের ব্যাপারে তার সাফল্যের প্রত্যাশাও অনেক কম থাকে।

এই প্রতিযোগিতামূলক আচরণ ও সাফল্যের প্রত্যাশার ব্যাপারে লিঙ্গগত পার্থক্য উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। Matina Horner, (১৯৭৬) তাঁর গবেষণার ফলাফল জানাতে গিয়ে বলেছেন মেয়েদের কৃতিত্ব অর্জনমূলক আচরণের সম্ভাবনা কমার পেছনে যে কারণ কাজ করে তা হচ্ছে সাফল্যের ভয় (fear of success)। তিনি সুপারিশ করেছেন যে, কিছু মেয়েরা কৃতিত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি থেকে নিজেকের সরিয়ে রাখে কারণ তারা মনে করে যে বেশী কৃতিত্ব অর্জন করলে মেয়ে হিসাবে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাবে। মেয়েরা কেন বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত ছেলেদের মতই অঙ্কে ভাল করে কিন্তু পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়ে, এটা কেন হয় তা বোঝার জন্য উপরের তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা পরিষ্কারভাবে অনুমান করা যায়, যে সমস্ত আচরণ ফলপ্রসূভাবে কৃতিত্ব অর্জনে সাহায্য করে, যেমন দৃঢ়চিত্ততা, আত্মনির্ভরশীলতা, প্রতিযোগিতামূলক আচরণ ইত্যাদি মেয়েদের ভূমিকার ঐতিহ্যের সাথে খাপ খায়না। সমাজ মেয়েদেরকে অনেকটা নিষ্ক্রিয়, অনুযোগকারী ও পরনির্ভরশীল হিসাবে গণ্য করে থাকে। মেয়েদের মধ্যে যারা বেশি প্রাচীনপন্থী, তারা বেশী সাফল্যের ভয়ে ভোগে এবং যেখানেই অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে, তারা সেখান থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তবে বর্তমানে মেয়েদের এই ভয় অনেকটা কেটে গেছে, তারা ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে প্রায় তাদের মতই অনেক কিছু অর্জনের চেষ্টা করছে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়েও মেয়েদের কৃতিত্ব অর্জনের পরিমাণ বেশি হচ্ছে।

Facilitating Achievement Behaviours

শিক্ষকদের জন্য কিছু নির্দেশনা

কৃতিত্ব অর্জনের আচরণকে বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের কিছু কাজ করণীয় রয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে কার্যসম্পাদন (performance) ভাল হবে। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হোলঃ

- শিক্ষার্থীদের বুঝতে দিতে হবে যে তাদের সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা রয়েছে এবং তাদের উপর শিক্ষকের আস্থাও রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের এমন ধরণের কার্যক্রম (activities) এবং শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে, যাতে তারা সেটা সহজে রপ্ত করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা কোন কিছু রপ্ত করলে এবং কিছু অর্জন করতে সক্ষম হলে তাদের উৎসাহ ও প্রশংসা দ্বারা উদ্দীপিত করতে হবে।
- কোন কিছু অর্জন করতে হলে যে পর্যায়ে পৌছাতে হবে, সেই মানদণ্ডটি শিক্ষক ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা তাদের গন্তব্যটি আগে থেকেই অনুধাবন করতে পারে। শিক্ষকের অবশ্যই এটাও দেখতে হবে গন্তব্যটি যেন তাদের জন্য মোটেও সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

সারমর্ম ঃ বিদ্যালয়ে ঢোকার প্রথম থেকেই প্রত্যেকটি শিশু প্রতিযোগিতা ও বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের চাহিদার সম্মুখীন হয়। তবে অনেক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির সাফল্যাঙ্ক ভাল থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর কিছু বিদ্যালয়ের বাইরের উপাদানের প্রভাব থাকার ফলে তাদের পক্ষে বেশি কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয় না। কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা নিজের সাথে এবং অন্যান্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। তারা কঠোর পরিশ্রমী হয়, লেগে থেকে কাজ করে এবং ধনাত্মক প্রত্যাশা পোষণ করে। এই কৃতিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে পিতামাতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে বয়ঃসন্ধিকালে কৃতিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব অর্জনের আগ্রহ কমে যায়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যেই কৃতিত্ব অর্জনের আচরণ বাড়িয়ে তোলার জন্য শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রশংসার মাধ্যমে তাদের আস্থা বাড়িয়ে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. প্রথম শ্রেণী থেকে প্রত্যেকটি শিশু কি ধরনের চাহিদার সম্মুখীন হয়?
   ক. কৃতিত্ব প্রদর্শনের চাহিদা
   খ. সহযোগিতামূলক আচরণের চাহিদা
   গ. আচরণ পরিবর্তনের চাহিদা
   ঘ. প্রতিযোগিতামূলক আচরণের চাহিদা

২. যেসব শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জনের নৈপূণ্য থাকে তারা কি ধরনের আচরণের অধিকারী?
   ক. সমস্যার সমাধান রপ্ত করার জন্য ব্যস্ত হয় না
   খ. সবার সাথে বন্ধুত্বমূলক আচরণ করে
   গ. সহপাঠীদের কৃতিত্বের সাথে নিজের কৃতিত্বের তুলনা করে
   ঘ. শিক্ষকদের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে

৩. শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের প্রেষণা বাড়াবার জন্য কি করতে পারেন?
   ক. বাধাপ্রদানকারী আচরণগুলো কমানোর চেষ্টা করতে পারেন
   খ. তাদের বাবা-মাকে অনুরোধ জানাতে পারেন
   গ. সবসময় পড়াশুনা করার জন্য বলতে পারেন
   ঘ. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. শিক্ষার্থীদের দলের সাথে সম্পৃক্ততার বিকাশ কিভাবে ঘটে?

২. লোকজনের প্রতি আসক্তি শিশুদেরকে কিভাবে অন্যদের প্রতি ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করে?

৩. যাদের কোন কাজের উদ্যোগ নেবার বা কাজ করার নৈপূণ্যের অভাব রয়েছে, শিক্ষক তাদের ব্যাপারে কি করতে পারেন?

৪. সহপাঠীরা কিভাবে শিক্ষার্থীদের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে?

৫. বন্ধুদের সাথে কি মতৈক্য পোষণ করা উচিত? হলে কেন?

৬. শিক্ষকরা কিভাবে সহপাঠীদের প্রভাব ফলপ্রসূতার সাথে ব্যবহার করবেন?

৭. যেসব শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয় এবং যারা কম গ্রহণযোগ্য হয় তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে?

৮. শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের কাজের ওপর ও সামাজিক নির্ভরশীলতার পার্থক্য করতে শেখাবেন?

৯. সহপাঠীদের পারস্পরিক ক্রিয়া বাড়াবার জন্য শিক্ষক কিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন?

১০. শিক্ষার্থীরা কিভাবে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে বর্ণনা করুন।

১১. শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার নৈপূণ্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা কি করতে পারেন?

১২. স্বাধীনচিন্তার অনুশীলন সংক্রান্ত কাজের ফলাফল পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে কেন যোগ করা প্রয়োজন?

১৩. শিক্ষকের শিক্ষাদানের কৌশলের বাইরের কি কি উপাদান শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে?

১৪. কৃতিত্ব অর্জনের নৈপূণ্যের অধিকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কি কি আচরণ লক্ষ্য করা যায়?

১৫. কৃতিত্ব অর্জন পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল কেন?

উত্তরমালা — ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১। গ, ২। ঘ, ৩। খ।

পাঠ ৬.২

১। গ, ২। গ, ৩। খ।

পাঠ ৬.৩

১। ঘ, ২। গ, ৩। খ।

পাঠ ৬.৪

১। ক, ২। ঘ, ৩। ঘ।

পাঠ ৬.৫

১। ঘ, ২। গ, ৩। ক।